

লোহাগড়ায় ৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার নেই

লোহাগড়া প্রতিনিধি • নড়াইল

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার ৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাগার নেই। ফলে এসব বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিজ্ঞান ও সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। একই কারণে শিক্ষকদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

লোহাগড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে শুধু দিঘলিয়া, শতদল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এলএসজেএন ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে ব্র্যাকের সহায়তায় সম্প্রতি পাঠাগার চালু হয়েছে।

কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, লাইব্রেরিয়ানের (গ্রন্থাগারিক) পদ না থাকায় এবং কক্ষ সংকটের কারণে পাঠাগার চালু করা যাচ্ছে না। পাঠাগার না থাকায় নানা ধরনের বই পড়তে না পারায় শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

মরিচাপাশা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ শামসুল হক জানান, তাঁর বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের একটি আলমারিতে কিছু বই সংরক্ষিত আছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিক না থাকায় এবং কক্ষ সংকটের কারণে পাঠাগার চালু করা যাচ্ছে না।

সিডি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক চন্দনা চক্রবর্তী বলেন, 'পাঠাগারে বই পড়ে ক্লাস নেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া যায়। প্রস্তুতি ছাড়া মানসম্মত পাঠদান সম্ভব নয়।'

আর কে কে জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক স্বপ্না অধিকারী বলেন, 'শিক্ষকের পাঠাগার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় এবং সমসাময়িক বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা না থাকলে আমাদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের ভালো কিছু শেখানো সম্ভব নয়।'

লোহাগড়া বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী কণিকা সূচন্দা, সুবর্ণা ও মলিনা জানান, ভালো উত্তর তৈরি করতে একাধিক সহায়ক বই দরকার। বিদ্যালয়ে পাঠাগার না থাকায় সে সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

অভিভাবক ডা. শাহ ফয়েজ আলম বলেন, 'পাঠাগারের অভাবে লোহাগড়ার ছেলেমেয়েরা শিক্ষার ভিত্তি গঠনে পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তারা ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না।'

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পরিমল চন্দ্র মণ্ডল জানান, গ্রন্থাগারিকের পদ সৃষ্টির বিষয়ে গত ২২ অক্টোবর মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা হয়েছে। মহাপরিচালক জানিয়েছেন, মন্ত্রণালয়ের পরবর্তী সভায় বিষয়টি উত্থাপন করা হবে।